সমকাল

তারিখ 12 AUG 2017 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ ... কলাম ... ২ ......

এক বছর ঝুলে আছে ৮৯৮ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশে ১৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো প্রধান শিক্ষক নেই। প্রধান শিক্ষকসহ চার শিক্ষকের প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি পদ শূন্য থাকায় নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ নেই। একাডেমিক কার্যক্রমেও নেই গতি। অথচ প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের সব প্রক্রিয়া শেষ করে এক বছর ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে ৮৯৮ প্রার্থীকে। তারা ৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হন। তবে ক্যাডার পদ না থাকায় নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির এসব পদে তাদের নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) সুপারিশ করেছে। গত বছর ১০ আগস্ট পিএসসি এই প্রার্থীদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করে।

নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা প্রার্থী মেজবাউল হক সমকালকে বলেন, এ পদে সুপারিশপ্রাপ্তদের মেডিকেল টেস্ট এরই মধ্যে তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। পুলিশ এবং এনএসআই থেকে ভেরিফিকেশন রিপোর্টও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা হয়েছে। তবু অজ্ঞাত কারণে তাদের নিয়োগ বিলম্বিত হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. এ এফ এম মনজুর কাদীর সমকালকে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স এসে পৌঁছলেই তারা নিয়োগপত্র ইস্যু করতে পারবেন। এতে তেমন সময় লাগবে না। খুব শিগগিরই এ নিয়োগ সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদী। এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে গত বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রাখাল চন্দ্র বর্মণের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ওই প্রার্থীরা জানান, তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করে ২০১৪ সালে ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণও হন। তবে পদ না থাকায় তারা বিসিএসে চাকরি পাননি। পদ না থাকায় যারা বিসিএসে সুযোগ পাননি, উত্তীর্ণ এমন প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকরিতে নিয়োগের সুপারিশ করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। তবে এতেও তাদের ভাগ্যের শিঁকে ছেঁড়েনি। এরপর পিএসসি গত বছরের ১০ আগস্ট দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণদের জন্য সুপারিশ করে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে তাদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। তবে এক বছরেও তারা নিয়োগ পাননি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিয়োগে বেতন বৈষম্য : পিএসসির সুপারিশপ্রাপ্তরা বলেন, দীর্ঘ বেকারত্বের অবসানের আগ মুহূর্তে আনন্দের পরিবর্তে তাদের মন আরও বিষাদে ছেয়ে গেছে। তারা জানতে পারেন দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি পদে নিয়োগের জন্য পিএসসি সুপারিশ করলেও তারা দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলে (জাতীয় বেতন স্কেলের দশম গ্রেড, ১৬ হাজার টাকার স্কেল) বেতন পাবেন না। এর দুই ধাপ নিচে ১১ হাজার ২০০ টাকার স্কেলে তাদের দেওয়া হবে বেতন।

জানা গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারাই বেতন পান ১৬ হাজার টাকার স্কেলে। তারা স্কুলগুলোর দেখভাল ও তদারককারী কর্মকর্তা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, প্রধান শিক্ষকদের বেতন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমান হলে সারাদেশে শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এতে তাদেরও বেতন বাড়ানোর প্রশ্ন উঠবে। এ ছাড়া বর্তমান ৬৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১১ হাজার ২০০ টাকার স্কেলে বেতন পান। বিসিএসে উত্তীর্ণ ৮৯৮ জনকে ১৬ হাজার ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

এক বছর ঝুলে আছে ৮৯৮

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

টাকার স্কেলে নিয়োগ দিতে গেলে ৬৪ হাজার প্রধান শিক্ষককেই একই স্কেলে বেতন-ভাতা দিতে হবে। এতে রাতারাতি সরকারের বিপুল ব্যয় বেড়ে যাবে।

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ১৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। বিসিএসে উত্তীর্ণদের এই পদে নিয়োগ দেওয়া হলে ৮৯৮টি বিদ্যালয়ে যোগ্য প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাবে। এতে তারা খুশি।

প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ পাওয়া বেশ কয়েকজন প্রার্থী সম্প্রতি সমকাল কার্যালয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে কামরুল ইসলাম রাশেদ বলেন, পিএসসির সুপারিশে একই মেধা ও যোগ্যতা নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে আসা প্রার্থীদের বেতন দু'রকম হওয়া কোনোভাবেই সমীচীন হবে না। সাংবিধানিকভাবেও এই বৈষম্য করা অবৈধ।

তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান সমকালকে বলেন, প্রধান শিক্ষকের পদটি গেজেটেড হয়েছে, তাই তারা পিএসসির কাছে এই পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী ওই প্রার্থীদের জন্য সুপারিশ করে পিএসসি। বিদ্যমান নিয়মে প্রধান শিক্ষকরা যে গ্রেডে নিয়োগ পান, তারাও সেভাবে নিয়োগ পাবেন। এখানে তাদের কিছু করার নেই। কারণ সারাদেশের প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ১২তম গ্রেডে যোগদান করেছেন এবং ওই গ্রেডেই বেতন-ভাতা পাচ্ছেন।

মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তার এই ব্যাখ্যায় খুশি নন সুপারিশপ্রাপ্তরা। তাদের যুক্তি, আগের শিক্ষকেরা পিএসসির পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ পাননি। তাছাড়া পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির হওয়ার কারণেই পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছে। তাহলে কেন আগের মতো তৃতীয় শ্রেণির গ্রেডে নিয়োগ দেওয়া হবে। ওই গ্রেডেই নিয়োগ দেওয়া হলে মন্ত্রণালয় নিজেরাই আগের মতো পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দিতে পারত।

সূত্র জানায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটি ২০১৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে তখন মন্ত্রণালয় কৌশলে প্রধান শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ করে ১১তম (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) ও ১২তম গ্রেডে (প্রশিক্ষণবিহীন)। ওই সময় যুক্তি দেখানো হয়, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা পদটি দশম গ্রেডের। তারা মূলত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। প্রধান শিক্ষকদের পদ সমগ্রেডের হলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে এখন বিসিএসে উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বাস্তবায়ন করতে চাইছে মন্ত্রণালয়। অথচ নন-ক্যাডার পদে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন পদে যারা নিয়োগ পেয়েছেন বা পেতে যাচ্ছেন, তারা সবাই দশম গ্রেডে যোগ দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। সুপারিশপ্রাপ্তদের প্রশ্ন, যদি অন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দশম গ্রেডে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাহলে তাদের কেন এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেও কেন তাদের দুই গ্রেড নিচের চাকরিতে যোগদান করতে হবে। এতে অন্যদের চেয়ে তাদের বেতন স্কেল কম হবে ৪ হাজার ৭০০ টাকা। এছাড়া সামাজিকভাবে তারা অন্যদের তুলনায় হেয় হবেন। এমন হলে মেধাবীরা আর শিক্ষকতায় আসতে চাইবেন না।